রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ৩০, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ শ্রাবণ ১৪১৯/৭ আগস্ট ২০১২

নং সবিম/শাঃ৭/বিবিধ যোগাযোগ-০৮/০৮-৪৫৩—যাত্রাশিল্প উন্নয়ন নীতিমালা-২০১২ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হইল।

'যাত্রাশিল্প উন্নয়ন নীতিমালা-২০১২'

ভূমিকা ঃ

যাত্রা বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। একটি শক্তিশালী শিল্পমাধ্যম হিসেবে যাত্রা আমাদের দেশে আবহমানকাল হইতে সামাজিক ও লোকশিক্ষা এবং নির্মল আনন্দদানের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছে, সেই সংগে দর্শকবৃন্দকে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করিয়া তুলিতেছে। চিত্তবিনোদনের পাশাপাশি পুরান, ইতিহাস, লোকগাঁথা ও নীতি শিক্ষাদানের বিষয়টিও যাত্রার সংগে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে। ঐতিহ্যগতভাবে যাত্রা কেবল বাংলা ভাষা এবং আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংগই নয়, আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অন্যতম প্রধান যোগসূত্র।

আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশের স্বার্থে পরিবেশনা ও অভিনয়রীতিকে অপরিবর্তিত রাখিয়া একটি প্রগতিশীল, পরিশীলিত ও উন্নতমানের শিল্পমাধ্যম হিসেবে যাত্রাশিল্পকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে যাত্রাশিল্পের উন্নয়ন, অবক্ষয়রোধ, শিল্পচর্চার পরিবেশ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ এবং সমকালীন শিল্প সংস্কৃতির পরিমন্ডলে এই ধারাটিকে সম্পৃক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবিত হওয়ায় সরকার নিম্নবর্ণিতরূপে যাত্রাশিল্প উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করিলেন।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

১। **শিরোনাম ঃ**

এই নীতিমালা 'যাত্রাশিল্প উন্নয়ন নীতিমালা-২০১২' নামে অভিহিত হইবে।

২। **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ**

নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ নীতিমালা প্রণীত হইল ঃ

২.১ দেশব্যাপী যাত্রাচর্চার উন্নয়ন, বিকাশ ও প্রসার;

২.২ জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সংস্কৃতিচর্চার সুস্থ পরিবেশকে স্থিতিশীল রাখা;

২.৩ যাত্রাচর্চার ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ের উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান করা;

২.৪ সুস্থ ও সৎ যাত্রাচর্চার বহমান ধারাকে আরও সমৃদ্ধ এবং বেগবান করা;

২.৫ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় যাত্রাশিল্পকে লোক শিক্ষার বাহন হিসেবে এবং সুষ্ঠু শিল্পচর্চা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করিবার মাধ্যমে জনগণকে ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ ও রুচিবান করিয়া তোলা;

২.৬ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শেকড় আশ্রয়ী সংস্কৃতির সহিত যুক্ত করিয়া তাহাদের মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা;

২.৭ বিভিন্ন যাত্রাদলের মধ্যে প্রতিযোগিতার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়িয়া তোলা;

২.৮ উপযুক্ত যাত্রাদল ও যাত্রাশিল্পী গড়িয়া তোলা;

২.৯ একটি সৃষ্টিশীল পেশাভিত্তিক কর্ম হিসেবে যাত্রাকে প্রতিষ্ঠিত করা ;

৩। **বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ ঃ**

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ও স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় এই নীতিমালা বাস্তবায়ন করিবে।

৪। **কমিটি গঠন ঃ (যাত্রা শিল্প উন্নয়ন কমিটি)।**

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, অর্থ মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন করে মোট ৬ (ছয়) জন প্রতিনিধিসহ যাত্রাশিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, যাত্রা গবেষক এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সমন্বয়ে ১৫(পনের) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হইবে। মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ উপ-সচিব বা তদুর্ধ পদের কর্মকর্তা হইবেন। পদাধিকারবলে কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক। কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব উক্ত একাডেমীর মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত থাকিবে। যাত্রাশিল্পের উন্নয়নের জন্য এই কমিটি সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৫। **অনুদান ঃ**

সরকারি অর্থ বরাদ্দের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে যাত্রাশিল্প উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রাদলকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হইতে সরকারী অনুদান এর ব্যবস্থা করা হইবে।

৬। **নিবন্ধন ঃ**

(১) যাত্রা দলগুলোকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে নিবন্ধিত হইতে হইবে। এই নিবন্ধন সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হইবে। নীতিমালা অনুমোদনের পর নিবন্ধন বিষয়ে সকল প্রকার কার্যাদি সম্পাদনের জন্য (ফরম তৈরী, ফি নির্ধারণ ও অন্যান্য বিষয়) কমিটি সিদ্ধান্ত নিবে।

(২) দলসমূহকে প্রতি ৩(তিন) বছর অন্তর নিবন্ধন নবায়ন করিতে হইবে।

(৩) সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া পর পর ৩ (তিন) বছর নিবন্ধিত মালিকপক্ষ যাত্রাদল গঠন কিংবা যাত্রাপালা/অনুষ্ঠান পরিবেশনে ব্যর্থ হইলে অথবা সুনির্দিষ্ট কোন লিখিত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট যাত্রাদলের নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে ঃ—

(ক) কোন যাত্রাদল অনুচ্ছেদ ৬ (৩) ধারায় অভিযুক্ত হইলে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী প্রথমে অভিযুক্ত যাত্রাদলের মালিকপক্ষকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিবে। অভিযুক্ত মালিকপক্ষ নোটিশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে যথোপযুক্ত জবাব দিতে বাধ্য থাকিবে।

(খ) ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে অভিযুক্ত মালিকপক্ষ জবাব প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী সরাসরি উক্ত দলের নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে।

(গ) অভিযুক্ত মালিকপক্ষের জবাব সন্তোষজনক না হইলে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী উক্ত যাত্রাদলের নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে।

৭। **চুক্তি স্বাক্ষর ঃ**

যাত্রাদল মালিকপক্ষের সহিত আয়োজক কর্তৃপক্ষের (নায়েক পার্টি) যাত্রাপালা পরিবেশন সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বেই চুক্তি স্বাক্ষর করিবেন। চুক্তিভঙ্গের কারণে আয়োজক কর্তৃপক্ষ (নায়ক পার্টি) এবং যাত্রাদল মালিকপক্ষ উভয়ের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

যাত্রাদল মালিকপক্ষের সহিত যাত্রাশিল্পী কুশলীগণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করিবেন এবং মালিকপক্ষকে চুক্তির অনুলিপি যাত্রাশিল্পীদের প্রদান করিতে হইবে। চুক্তিভঙ্গের কারণে যাত্রাদল মালিকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

৮। **অনুমতি ঃ**

যে কোন স্থানে যাত্রা প্রদর্শনী করিতে হইলে পূর্বেই স্থানীয় জেলা প্রশাসন এর অনুমতি লইতে হইবে। অনুমতির জন্য আবেদন পাওয়ার ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসককে অনুমতির বিষয়টি নিস্পত্তি করিতে হইবে। মৌসুমে অনুমতিজনিত প্রশাসনিক জটিলতায় যাত্রা পরিক্রমা যাহাতে বন্ধ না হয় সে বিষয়ে জেলা প্রশাসক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৯। **নিরাপত্তা ঃ**

অনুমোদিত স্থানে যাত্রা প্রদর্শনীর জন্য স্থানীয় প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবে। জেলায় প্রদর্শনী হইলে জেলা প্রশাসক এবং মেট্রোপলিটন এলাকায় প্রদর্শনী হইলে মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবেন।

১০। **সামাজিক শৃংখলা রক্ষা ঃ**

(১) যাত্রাপালার কাহিনী এবং পরিবেশিত নৃত্য কোনক্রমেই জাতীয় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থি হইবে না;

(২) যাত্রাদল মালিকপক্ষ ও আয়োজন কর্তৃপক্ষ (নায়েক পার্টি) কর্তৃক স্থানীয় জেলা প্রশাসককে নিশ্চিত করিতে হইবে যে, প্যান্ডেলের অভ্যন্তরে বা পার্শ্ববর্তী স্থানে কোন অসামাজিক/ অনৈতিক কার্যকলাপ চলিবে না;

(৩) যাত্রানুষ্ঠানের নামে কোথাও অশ্লীল নৃত্যগীত এবং কোন ধরণের অসামাজিক কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হইলে আয়োজক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। এইরূপ অভিযোগ পাওয়া গেলে বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় স্থানীয় জেলা প্রশাসক/ মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার এ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে যাত্রানুষ্ঠান যে কোন সময় বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন;

(৪) যাত্রানুষ্ঠানের নামে অবৈধ চাঁদা আদায়, দুর্বৃত্তায়ন ইত্যাদি পরিলক্ষিত হইলে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সদস্যরা তাহা কঠোরহস্তে দমন করিবেন।

১১। **সাবলেট ঃ**

নিবন্ধিত দলের মালিকপক্ষ যাত্রা পরিবেশন করার জন্য দলের পক্ষে অন্য কোন দল/সংগঠন/ ব্যক্তিকে নিবন্ধন পত্র ও অনুমতি পত্র হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

১২। **কার্যকারিতা ঃ**

এই নীতিমালা সরকারি গেজেটে প্রকাশের দিন হইতে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সুরাইয়া বেগম এনডিসি
সচিব।

মোঃ আব্দুল বারিক (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd